আজকের কাগজ

তারিখ … 01 NOV 1992
পৃষ্ঠা … ৬ … কলাম … ৫ …

112

ঠাকুরগাঁ সরকারি কলেজে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা

কলেজ ক্যাম্পাস মিছিলে শ্লোগানে মুখরিত

আবু তোরাব মানিক ঃ ঠাকুরগাঁ সরকারি কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর নির্বাচনী পালে হাওয়া লেগেছে। নির্বাচনের ফলাফল কার পক্ষে যাবে এ নিয়ে চলছে ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা। মিছিলে-শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে কলেজের সার্বিক পরিবেশ।

ক্লাস করবার ইচ্ছে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এখন আর কলেজে যাচ্ছে বলে মনে হয় না। মিছিল-মিটিং চলছে একটার পর একটা। সব সংগঠনের টেন্টে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক আনাগোনা। বিভিন্ন গাছতলায় কলেজের পার্শ্ববর্তী চা রেস্তোরাঁয় চলছে ছোট ছোট বৈঠক। এগুলোতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দলে ভেড়ানো এবং নিজেদের প্যানেলের পক্ষে ভোট নেয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

নির্বাচন হবে আগামী ১৪ নভেম্বর কিন্তু নির্বাচনী তফসিল এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তাই প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হলেও সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা বিভিন্ন পদগুলোতে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তা প্রকাশ করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র সংগঠনের নাম, কার্যক্রম এগুলোই আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে। ছাত্র রাজনীতির জাতীয় অবস্থার বিশদ বিশ্লেষণ হচ্ছে, সন্ত্রাস এবং শিক্ষা এ দু'টি বিষয়ের ওপর মনোযোগী আলোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের কাছে ঠাকুরগাঁ কলেজের সমস্যাগুলোকে নিরূপণ করে কোনো শক্তিশালী বক্তব্য শোনা যাচ্ছে না। সমস্যাকবলিত এ কলেজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারেনি সরকারের কোনো নীতি নির্ধারক মহলের।

এবারের নির্বাচনে ৭টি ছাত্র সংগঠন অংশ নেবে। এদের মধ্যে ৩ সংগঠনের ভিত বেশ শক্ত। সবার স্বতন্ত্রিক নির্বাচনের সম্ভাবনা এখনও লক্ষণীয়। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রলীগ (বা-কা) ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রশিবির নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রলীগ (বা-কা), ছাত্রফ্রন্ট গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের ব্যানারে নির্বাচন করতে পারে বলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী মন্তব্য করছে। তবে এবারের নির্বাচনে অতীতের মতো ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রদলের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে ছাত্রনেতারা মনে করছেন।